নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী বার্তা

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

মে-২০২৪

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী বার্তা

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

মে-২০২৪

প্রকাশকাল
০৫ মে ২০২৪

প্রকাশক
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

নির্দেশনায়
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), সিলেট

সার্বিক তত্ত্বধানে
দেবজিৎ সিংহ
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

সম্পাদনা কমিটি

মাখন চন্দ্র সূত্রধর সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	আহবায়ক
মোঃ ইসলাম উদ্দিন বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	সদস্য
অরুন দাস সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	সদস্য

মুখবন্ধ

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দিতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা ও কার্যক্রম বর্তমানে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়সহ মাঠ পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠন হওয়ায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। ইনোভেশন টিম উদ্ভাবন কার্যক্রমে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ইনোভেশন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে উদ্ভাবন চর্চার ক্ষেত্রে জেলা-উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেবা প্রদান কাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে ইনোভেশন শোকেসিং এ যথাযথ নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাণী

আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
সিলেট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বসভায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সহজে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ সমূহের অন্যতম হচ্ছে সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পর্যায়ে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা।

জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর উদ্যোগে ৮ ও ৯ মে, ২০২৪ দুই দিনব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে "ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৪" সিলেট জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমি "ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪"-এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ

ক্রমিক	বিষয়
০১	উদ্যোগ: স্মার্ট অপারেশন কন্ট্রোলরুম, উদ্ভাবক: শাহ মিজান শাফিউর রহমান, বিপিএম (বার) পিপিএমবিপি উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট সিলেট রেঞ্জের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, জনভোগান্তি দুর করা, অপরাধী শনাক্তকরণ ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, থানার কন্ট্রোলরুম ও থানার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এছাড়া অন্যান্য দাঙ্গা, মারামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিলেট রেঞ্জ কর্তৃক একটি স্মার্ট অপারেশন কন্ট্রোলরুম গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কন্ট্রোলরুমটি প্রায় ২০০টি সিসি ক্যামেরা (উন্নত মানের আইপি ক্যামেরা, নাইট ভিশন), ওয়ারল্যাস নেটওয়ার্ক, অপারেশনাল ম্যাপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সমন্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। **জিডি সহজীকরণ:** বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক সিডিএমএস এর মাধ্যমে সকল ধরণের জিডি করার আধুনিক কার্যক্রম চালু হয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় প্রায় সময় থানায় ভোগান্তির শিকার হন। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার লক্ষে সিলেট রেঞ্জ কর্তৃক জিডি সহজীকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সহজীকরণ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পর বাংলাদেশ পুলিশেও অনেক বিষয়ে ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স।
০২	উদ্যোগ: অনলাইন পানির বিল https://water.scc.gov.bd উদ্ভাবক: জয়দেব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট ম্যানুয়াল পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর জন্য পানির বিল পরিশোধের জন্য অনলাইন বিলিং সিস্টেম তৈরি করেছে। ফলশ্রুতিতে পানির গ্রাহকগন বিলের পরিমান, বিল প্রদানের তারিখ, বিগত বিল প্রদানের তারিখসহ ঘরে বসে মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ, রকেট) এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স এন্ড এসেসমেন্ট
www.revenue.scc.gov.bd/Account/Login

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হলো অনলাইন এসেসমেন্ট এবং হোল্ডিং ট্যাক্স। অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রাপ্তি এবং গ্রাহকগণ অতি সহজেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারছেন

অনলাইন সনদের আবেদন https://sonod.scc.gov.bd/

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হলো অনলাইন এসেসমেন্ট এবং হোল্ডিং ট্যাক্স। অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রাপ্তি এবং গ্রাহকগণ অতি সহজেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারছেন

গভীর নলকূপের বিলিং সিস্টেম https://tubewell.scc.gov.bd/

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকবৃন্দ গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিলে নলকূপ স্থাপন করা যাচ্ছে।

উদ্যোগ: নগর মোবাইল অ্যাপ (ওয়েব ভার্সন)
https://nogorapp.scc.gov.bd/
উদ্ভাবক: মো: রুহুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক), সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে "নগর মোবাইল অ্যাপ" নামে একটি অ্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ অ্যাপের মাধ্যমে এলাকার রাস্তা, সড়ক বাতি, পানি, নর্দমা, আবর্জনা, মশা, অবৈধ দখল, যে কোনো পরামর্শ ও দূর্নীতির অভিযোগ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো যায়।

হট লাইন সেবা ০১৯৬৯ ৯২২৭২২
সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ বা শাখা হতে যেকোন তথ্য অনুসন্ধান/অভিযোগ প্রদানের জন্য হট লাইন নাম্বারটি ০১৯৬৯৯২২৭২২ চালু করা হয়।

	উদ্যোগ: অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স https://tradelicence.scc.gov.bd/ উদ্ভাবক: মোঃ মতিউর রহমান খান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বর্তমানে অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে প্রাপ্তি ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ফি প্রদানের সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। গ্রাহক ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ফি পরিশোধ করতে পারছেন। **অযান্ত্রিক যানবাহন নিবন্ধনের আবেদন www.nvm.scc.gov.bd** সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন হওয়ার পর সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যেকোনো গ্রাহক সকল অযান্ত্রিক যানবাহন নিবন্ধন সহজেই অনলাইন এর মাধ্যমে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এর নিকট আবেদন করছে এবং ঘরেবসেই নিবন্ধন গ্রহণ ও নবায়ন করতে পারছে। **অযান্ত্রিক যান চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স www.nvm.scc.gov.bd** সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন হওয়ার পর রিকশা চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সহজেই অনলাইন এর মাধ্যমে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এর নিকট আবেদন করছেন এবং ঘরে বসেই রিকশা চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করতে পারছেন। **উদ্যোগ: স্থাপনা/ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদনের আবেদন** https://citizen.scc.gov.bd/login উদ্ভাবক: হাসিবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট ইমারত নির্মানের অনুমোদন প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটিকে সহজ করার লক্ষ্যে সিসিকের উদ্যোগে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে নগরবাসী ইমারত নির্মানের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনটি কর্তৃপক্ষ যাচাই করে অনুমোদন দিলে গ্রাহকগণ খুব সহজে ঘরে বসে অনুমোদন ফি জমা দিয়ে অনুমোদন সনদ প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

০৩	উদ্যোগঃ e-CL management & smart monitoring feedback উদ্ভাবক: মোঃ লুৎফুর রহমান সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট। গুগল ফর্ম প্রস্তুত করে ক্লাস্টারের সকল বিদ্যালয়কে লিংক প্রদান করা হবে। প্রতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোন শিক্ষক বিদ্যালয় চলাকাকালীন ছুটিতে থাকা শিক্ষকের নাম, এবং প্রধান শিক্ষক যেসকল শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেছেন সে বিষয়ে কি ফিডব্যাক দিয়েছেন তার ২/৩ টি সবল দিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র লিখে লিংকে প্রদান করবেন।
০৪	উদ্যোগ: ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র, কালিয়ার ভাঙ্গা উদ্ভাবক: ডাঃ মোঃ সাইফুর রহমান উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন প্রাণিসম্পদ সেবা কর্মীর মাধ্যেমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, টিকা প্রয়োগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৫	উদ্যোগ : ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র, মধ্যনগর উদ্ভাবক : ডাঃ উৎপল কুমার সরকার. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন প্রাণিসম্পদ সেবা কর্মীর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, টিকা প্রয়োগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৬	উদ্যোগ : ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র, জয়কলস উদ্ভাবক : ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার

	জন্য একজন প্রাণিসম্পদ সেবা কর্মীর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, টিকা প্রয়োগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৭	উদ্যোগ : ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র, মির্জাপুর উদ্ভাবক : ডাঃকর্ণ চন্দ্র মল্লিক. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন প্রাণিসম্পদ সেবা কর্মীর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, টিকা প্রয়োগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৮	উদ্যোগঃ Rain Water Harvesting and WATSAN Improvement in UDD Sylhet Office উদ্ভাবক: শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস স্বল্প খরচে WATSAN এর অন্যতম উপকরণ পানির ব্যবস্থা করে পরিচ্ছন্ন অফিস ব্যবস্থাপনাকে সহজিকরণ করা।
০৯	উদ্যোগ : দুগ্ধ খামারিদের মধ্যে সাইলেজ প্রযুক্তি হস্তান্তরকরণ উদ্ভাবক: ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নে ২ টি করে মোট ১২ জন খামারীকে সাইলেজ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।
১০	উদ্যোগ : বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষকদের সম্যক জ্ঞানের জন্য উঠান বৈঠক উদ্ভাবক : মোঃ আব্দুল মতিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

	০১।কৃষক ও কৃষানীকে বালাইনাশক/কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব ও পরবর্তী স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে উঠান বৈঠকের আয়োজন। ০২। কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক, সার ও কীটনাশক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীদের সাথে সেমিনারকরণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে মাল্টমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপনসহ হাট বাজারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথ নাটক/নাটিকা পরিচালনা।
১১	উদ্যোগ : পতিত টিলায় কৃষি পর্যটন উদ্ভাবক: মোঃ মাশরেফুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। অনাবাদি পতিত টিলাগুলোকে চাষের আওতায় আনয়ন এর লক্ষ্যে প্রথমে কিছু টিলা মালিককে আনারস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পতিত টিলা গুলো আনারসে সজ্জিত হয়ে গেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। আকর্ষনীয় গাছ দ্বারা সজ্জিত করার ফলে আনারস সমৃদ্ধ এসব টিলা দৃষ্টি নন্দন পরিবেশে রুপ নেয়। ফলে আনারস সহ অন্যান্য ফলের উৎপাদন বেড়েছে, আগত দর্শনার্থীদের বেশ কিছু পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে, দিন দিন উদ্যোক্তার আয় বাড়ছে।
১২	উদ্যোগ: Sunamganj travel app উদ্ভাবক: ক) জনাব মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ খ) জনাব হোসাইন মোহাম্মদ আল-মুজাহিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সুনামগঞ্জ গ) জনাব মোঃ রেজাউল করিম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ ঘ) জনাব মোঃ রৌশন আহমেদ, সহকারী কমিশনার (আইসিটি), সুনামগঞ্জ এই অঞ্চলের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বিবচেনা করে জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ এর সহায়তায় এই Sunamganj travel app টি তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে পর্যটকগন রেজিস্ট্রেশন করে ট্যাভেল পাস নিতে পারবেন পছন্দের দর্শনীয় স্পট বুকিং দিতে পারবেন।

	একই সাথে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করে পছন্দের হাউজবোটসমূহ বুকিং দিতে পারবেন।পর্যটকগণ হাউজবোটে অবস্থানকালে নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের অবস্থানও ট্র্যাক করা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে।
১৩	উদ্যোগ: Smart Goverence নিশ্চিতকরণে PIB (Project/Inistatution/ beneficiary) Data Integration System উদ্ভাবক : সুকান্ত সাহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ প্রত্যেক সেবা গ্রহীতা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ও উপকারভোগী শিশুদের মা-বাবাকে এনআইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে সেবার মান (Weight Of Service) নির্ধারণ করা হয়। যে সকল সেবা গ্রহীতা বা উপকারভোগী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সেবা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা ভোগ করছে তাদের অর্জনটি (Weight Of Service) ক্রমান্বয়ে সবুজ, হলুদ, লাল ইত্যাদি রং এ মার্কিং করা হবে। ফলে সেবা গ্রহীতা বা উপকারভোগী নির্ধারণে সহজলভ্যতা তৈরী হবে এবং Overlaping অনুসন্ধান করা যাবে।
১৪	উদ্যোগ : সার্ভে ড্রোন বা আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল (ইউএবি) দ্বারা হাওর রক্ষা বাঁধের কার্যক্রম পরিদর্শন উদ্ভাবক : ক) জনাব নেহের নিগার তনু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ খ) জনাব মোঃ ফজলে রাব্বানী চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ গ) জনাব রিপন চাকমা, সার্ভেয়ার, উপজেলা ভূমি অফিস, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ ঘ) জনাব রবিন আহমেদ, কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা ভূমি অফিস, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ সার্ভে ড্রোন বা আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল (ইউএবি) দ্বারা বিশাল ও দূর্গম হাওরসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাঁধ নির্মান কার্যক্রম পরিদর্শন করার মাধ্যমে কাজের গুনগত মান বজায় রাখা।

১৫	উদ্যোগ: মুগ্ধতায় পড়তে শিখি" উদ্ভাবক: ১। মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম, প্রধান শিক্ষক, চেলারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ। ২।: হুমায়ুন কবীর, সহকারী শিক্ষক, চেলারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ। অমনোযোগী শিশু শিক্ষার্থী, পড়তে শেখায় আগ্রহ কম, শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অনীহা এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি কম। সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচন, উপস্থিতি পুরস্কার, পারগ মঞ্জ, সতীর্থরা প্রণোদনা সৃষ্টি করে শিখণ শেখানো কার্যক্রমে মুগ্ধতা বাড়াতে পড়তে শেখায়।
১৬	উদ্যোগ : রিডিং এন্ড রাইটিং হসপিটাল স্থাপন উদ্ভাবক : ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের রিডিং এন্ড রাইটিং এ দক্ষতা অর্জন করে টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রিডিং এন্ড রাইটিং হসপিটাল স্থাপন।
১৭	উদ্যোগ : 'সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ উদ্ভাবক : ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য "সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এ লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আইটিতে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
১৮	উদ্যোগ : Teacher's Assistant (শিক্ষক সহায়ক) উদ্ভাবক : মোঃ ইনাম উল্লা খানসহকারী শিক্ষক, ষাড়েরগজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাসে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে উনার ক্লাসের সহায়ক হিসেবে মনোনিত করবেন এবং আইডি কার্ড প্রদান করবেন। ক্লাসে শিক্ষক যে যে শিখন শেখানো কার্যাবলীর নির্দেশনা দিবেন সেই নির্দেশনা প্রত্যেক শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পালন করতে পারছে কি না এ ব্যাপারে সেই শিক্ষার্থী তদারকি করবে। এতে করে মনোনিত শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পাবে।

১৯	উদ্যোগ : সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন উদ্ভাবক : মোঃ মোতালিব হোসেন, জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সেবা গ্রহীতা বা দর্শনার্থী অত্র কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করতে পারবে এবং সেবা গ্রহীতা সহজেই সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ।
২০	উদ্যোগ : 'ক্ষুদে ডাক্তার" টিম গঠন ও প্রশিক্ষণ উদ্ভাবক : মোঃ ইনাম উল্লা খান সহকারী শিক্ষক, ষাড়েরগজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার সঙ্গে কিভাবে প্রেসার মাপতে হয়, জ্বর মাপতে হয়, কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। যেমনঃ বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। তখন ক্ষুদে ডাক্তার টিম এর সদস্য সে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে মাথায় পানি দিবে, জ্ঞান ফিরে পেলে প্রেসার চেক করবে । ক্ষুদে ডাক্তারের আলাদা আলাদা আইডি কার্ড থাকবে।
২১	উদ্যোগ : স্মার্ট সার্ভিস ডেলিভারী সিষ্টেম হেল্প ডেস্ক উদ্ভাবক : জনাব ইশরাত জাহান, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ সরকারি সকল সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে জেলা প্রশাসন হবিগঞ্জ এর উদ্যোগে হবিগঞ্জ কালেক্টরেট ভবণের নিচতলায় স্মর্ট সার্ভিস ইনোভেশন সিস্টেম নামে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বাইরে যেখানে সরকারি সেবা পেতে বিভিন্ন ধরণের জালিয়াতি বা দালালচক্রের খপ্পরে পড়তে হয় সেখানে এই হেল্প ডেস্কটি সকল সাধারণ মানুষকে স্বল্পমূল্যে আবেদন করতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে আসছে।
২২	উদ্যোগ : প্রবাসী কল্যাণ ডাটাবেইজ উদ্ভাবক : জনাব দেবী চন্দ, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ জেলার যে সকল সম্মানিত প্রবাসীবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন কিন্তু দেশে সুনির্দিষ্ট কোন প্লাটফর্ম নেই যার মাধ্যমে সরকারের সহযোগিতা কিংবা নিজেদের কোন সমস্যা সহজে সরকারি সংস্থার নজরে আনা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে

	বিভিন্ন প্রবাসীদের নিয়ে ছোট ছোট উদ্যোগের কথা জানা। সমন্বিতভাবে জেলার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে প্রবাসীদের মতামত জানার প্রয়োজন। অত্র জেলার সকল প্রবাসীদেরকে নিয়ে একটা অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি। যার মাধ্যমে প্রবাসীদের সমস্যা এবং হবিগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম সৃষ্টি হবে।
২৩	উদ্যোগ : সরকারি দপ্তর ও স্কুলসমূহ ছাদ কৃষির আওতায় আনয়ন উদ্ভাবক : কৃষিবিদ মো: মাহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে চুনারুঘাট উপজেলার ০৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ০৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে মোট ১০ টি ছাদকৃষি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এতে অব্যবহৃত ছাদে বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের ফলের গাছ রোপন করা হবে।
২৪	উদ্যোগ : মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপন উদ্ভাবক : জনাব শামছুল হক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ চুনারুঘাট উপজেলার অন্তর্গত ১০টি ইউনিয়ন হতে ০১টি করে বাছাইকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ১০ টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিও এর মাধ্যমে বিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান রেকর্ডিং করে সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা যাবে যা করোনাকালীন সময়ে স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
সিলেট